অপরাধ উপস্থিত হয় নাই। এইজন্য অপরাধ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ এবং পূর্ব্বাবস্থায় ভগবদুপাসক শতধনু মহারাজের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৌরাত্ম্যরূপ যে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল, সেটি যুক্তিযুক্তই। মূঢ়, মদিরামত্ত মানব, মূষিক প্রভৃতির অপরাধ থাকা সত্ত্বেও শ্রীমন্দিরে ধ্বজা-রোপণ এবং শ্রীমন্দিরে দীপপ্রদানরূপ ভক্তি-আভাসেও সিদ্ধিপ্রাপ্তি পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুরূপই বুঝিতে হইবে। এই মূষিক প্রভৃতির চরিত্র পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আর বিস্তার করা হইল না। এস্থানে ভক্তির আভাষমাত্রেই সিদ্ধিলাভের প্রতি কারণ এই যে—মূষিক প্রভৃতি কোন্‌টি অপরাধ ও কোন্‌টি অপরাধ নয়—ইহা বুঝিতে পারে না বলিয়া ইহাদের শ্রীভগবানের ঘৃতবর্ত্তি হরণ করা এবং উলঙ্গ হইয়া কাপড় উড়াইয়া পুরাতন জীর্ণ মন্দিরে নৃত্য করাটি অত্যন্ত দৌরাত্ম্যমধ্যে পরিগণিত নয় বলিয়াই ভজনস্বরূপ প্রভাবে অপরাধ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ হইয়াছে।

অনন্তর পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তিবাধক কৌটিল্য (১) অশ্রদ্ধা (২) ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক-বস্তন্তরাভিনিবেশ (৩) ভক্তিশৈথিল্য (৪) স্বভক্ত্যাদিকৃতমানিত্ব (৫) এই পাঁচটির মধ্যে যথাক্রমে চারটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। এক্ষণে নিজ ভজন অনুষ্ঠানাদি জন্য উত্থিত অভিমানের পরিচয় করাইতেছেন। যেস্থানে দেখা যাইবে ভজন করিতে করিতে "আমি বড় ভক্ত, আমার মত আর কেহই ভজন করে না"—এইরূপ অভিমানের উৎপত্তি হয়, সেস্থানে বুঝিতে বুঝিতে হইবে তাহার প্রাচীন বা আধুনিক কোনও অপরাধেই পূর্ব্বোক্ত অভিমানের উদয় হইয়াছে। যেহেতু ঐ অপরাধ-উত্থিত অভিমানে বৈষ্ণব-অবজ্ঞারূপ অপরাধান্তরেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেমন দক্ষপ্রজাপতির পূর্ব্বজন্মেকৃত শিবনিন্দাপরাধের ফলে দ্বিতীয়জন্মে যখন প্রচেতোনন্দন দক্ষ নামেই অভিহিত হইয়া প্রজাপতি পদবী লাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্মে শ্রীব্রহ্মার আদেশে প্রথমতঃ দশসহস্র প্রজা উৎপাদন করেন। তখন তাঁহাদিগের পরমেশ্বর উপাসনা করিয়া শক্তিলাভ করতঃ প্রজা সৃষ্টি করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। সেই সকল পুত্রগণও পশ্চিমসমুদ্র তীরে যাইয়া শ্রীভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহাদের সঙ্গ ও প্রসঙ্গ ঘটায় তাঁহারা বিষয়-বৈরাগ্যলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। দক্ষপ্রজাপতি সেই সংবাদ শুনিতে পাইয়া শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হয়েন। তা নাই বা হইবেন কেন? যাহারা প্রবৃত্তি অর্থাৎ ভোগমার্গের মানুষ, তাহাদের নিবৃত্তি অর্থাৎ ত্যাগমার্গের মানুষের উপরে প্রকৃতিবিরোধ-জন্য কুপিত হওয়া স্বাভাবিক। তৎপর